بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড
1
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly
BADAR Qadian
Bangla

সংখ্যা
25

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 25 শে আগষ্ট, 2016 25 যাহুর,1395 হিজরী শামসী 21 যুল কাদা 1437 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

কুরআন শরীফে এই অঙ্গিকার রহিয়াছে যে, যে ব্যক্তি খাঁটি হৃদয়ে খোদার উপর ঈমান আনয়ন করিবে খোদা তাহাকে বিনষ্ট করিবেন না এবং সত্যকে তাহার উপর উন্মোচিত করিবেন।

খোদা তা'লার সত্তা ব্যাপক দয়াময়। যদি কেহ তাহার দিকে এ পা অগ্রসর হয় তবে তিনি তাহার দিকে দুই পা অগ্রসর হন। যে-ব্যক্তি তাঁহার দিকে দ্রুত চলে, তিনি তাহার দিকে দৌড়াইয়া আসেন এবং অন্ধের চক্ষু খুলিয়া যায়।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

কুরআন শরীফে এই অঙ্গিকার রহিয়াছে যে, যে ব্যক্তি খাঁটি হৃদয়ে খোদার উপর ঈমান আনয়ন করিবে খোদা তাহাকে বিনষ্ট করিবেন না এবং সত্যকে তাহার উপর উন্মোচিত করিবেন এবং সত্য পথ তাহাকে দেখাইবেন যেমন আল্লাহ তা'লা বলিয়াছেন وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (সুরা আল্ আনকাবূত-আয়াত: ৭০)। অর্থ এবং যাহারা আমাদের (সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনা করে, নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে আমাদের (নিকটে) আসার পথসমূহ প্রদর্শন করিব- অনুবাদক)।

অতএব এই আয়াতের অর্থ হইল আল্লাহ তা'লার উপর ঈমান আনয়নকারীকে বিনষ্ট করা হয় না। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা তাহাকে পরিপূর্ণ হেদায়াত দান করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সুফীগণ ইহার শত শত দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, কোন কোন ভিন্ন ধর্মের লোক যখন পরিপূর্ণ নিষ্ঠাসহ খোদা তা'লার উপর ঈমান আনিল এবং সৎকর্মে নিয়োজিত হইল তখন খোদা তা'লা তাহাদিগকে তাহাদের নিষ্ঠার এই প্রতিদান দিলেন যে, তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিলেন এবং বিশেষ ফযল দ্বারা আঁ হযরত (সা.) -এর সত্যতা তাহাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দিলেন। এই আয়াতের শেষ فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ অংশে (সুরা আল্ বাকারা, আয়াত: ২৭৫) -এর অর্থ ইহাই। খোদা তা'লার পুরস্কার যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রকাশিত না হয় পরকালেও প্রকাশিত হয় না। অতএব পৃথিবীতে খোদা তা'লার উপর ঈমান আনার এই পুরস্কার পাওয়া যায় যে, এইরূপ ব্যক্তিকে খোদা তা'লা পূর্ণ হেদায়াত দান করেন এবং বিনষ্ট করেন না। ইহার প্রতিই এই আয়াতটিও وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ (সুরা আন্ নিসা, আয়াত: ১৬০) ইঙ্গিত করিতেছে। অর্থাৎ যে সকল লোক প্রকৃতপক্ষে আহ্‌লে-কিতাব এবং খাঁটি অন্তঃকরণে খোদার উপর ও তাঁহার কেতাবসমূহের উপর ঈমান আনে ও আমল করে তাহারা অবশেষে এই নবীর উপর ঈমান আনিয়া ফেলিবে। বস্তুত এইরূপই হইয়াছে। হ্যাঁ, দুষ্ট প্রকৃতির লোক যাহাদিগকে আহ্‌লে কিতাব বলা উচিত নহে , তাহারা ঈমান আনে না। এইরূপেই ইসলামের ইতিহাসে অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে জানা যায় যে, খোদা এতই দয়ালু ও দাতা যে, যদি কেহ এক বিন্দু পরিমাণও পুণ্য কাজ করে তবু উহার পুরস্কারস্বরূপ তাহাকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন। যেমন এক হাদীসেও আছে যে, কোন এক সাহাবী আঁ হযরত (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করিল যে, আমি কুফরীর অবস্থায় কেবলমাত্র খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করার জন্য অনেক ধন-সম্পদ মিসকীনদিগকে দিয়াছিলাম. ইহার প্রতিদানও কি আমি লাভ করিব? তখন তিনি বলেন, ঐ দান খয়রাতাই তো তোমাকে ইসলামের দিকে টানিয়া আনিয়াছে। অতএব এইভাবেই যদি কোন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীলোক খোদা তা'লাকে এক ও অদ্বিতীয় জানে এবং তাঁহাকে ভালবাসে, তবে খোদা তা'লা فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ (সুরা আল্ বাকারা, আয়াত: ২৭৫) অনুযায়ী অবশেষে তাহাকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন।

'বাহরুল জওয়াহের' নামক পুস্তকে লেখা আছে যে, আবুল খায়ের নামে এক ইহুদী ছিল। সে নেক প্রকৃতি-বিশিষ্ট ও সত্যবাদী ছিল। সে খোদা তা'লাকে এক ও অদ্বিতীয় বলিয়া বিশ্বাস করিত। একবার সে বাজারের পথে চলিতেছিল। তখন একটি মসজিদ হইতে সে আওয়াজ শুনিতে পাইল যে, একটি ছেলে কুরআন শরীফের এই আয়াত পাঠ করিতেছিলঃ

الٓمّٓ ○ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ○ (সূরা আল্ আনকাবূত, আয়াত: ২-৩)। অর্থাৎ মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান আনিয়াছি কেবল এই কথা বলার দরুনই তাহারা নাজাত পাইয়া যাইবে? এখনো খোদার পথে তাহাদের পরীক্ষা নেওয়া হয় নাই যে, তাহাদের মধ্যে ঈমান আনয়নকারীদের ন্যায় দৃঢ়চিত্ততা, সত্যবাদিতা এবং বিশ্বস্ততা আছে কি নাই? এই আয়াত আবুল খায়েরের হৃদয়কে বড়ই প্রভাবিত করিল এবং তাহার হৃদয়কে বিগলিত করিয়া দিল। তখন সে মসজিদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল। রাত্রে সে হযরত সৈয়্যীদনা ও মৌলান মোহাম্মদ (সা.)-কে স্বপ্নে দেখিল। তিনি বলিলেন يَا اَبَا الْخَيْرِ اَعْجَبَنِيْ اَنَّ مِثْلَكَ مَعَ كَمَالِ فَضْلِكَ يُنْكِرُ بِنُبُوَّتِيْ অর্থাৎ হে আবুল খায়ের! তোমার ন্যায় মানুষ নিজের পরিপূর্ণ ফযল ও বুযুর্গী থাকা সত্বেও আমার নবুয়তকে অস্বীকার করিতেছ। সুতরাং ভোর হওয়ার সাথে সাথেই আবুল খায়ের মুসলমান হইয়া গেল এবং ইসলাম গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করিয়া দিল।

সার কথা এই যে, আমি এই কথা একেবারেই বুঝিতে পারি না এক ব্যক্তি খোদা তা'লার উপর ঈমান আনে, তাঁহাকে এক ও অদ্বিতীয় বলিয়া বিশ্বাস করে এবং খোদা তাহাকে দোযখ হইতে নাজাত দেন, কিন্তু তাহাকে অন্ধত্ব হইতে নাজাত দেন না। অথচ নাজাতের শিকড় ইহার তত্ত্বজ্ঞান। যেমন আল্লাহ তা'লা বলেন, مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا (সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত:৭৩)। অর্থাৎ যে-ব্যক্তি এই জগতে অন্ধ সে পরকালেও অন্ধ থাকিবে, বা ইহার চাইতেও মন্দ অবস্থায় থাকিবে। এই কথা সম্পূর্ণরূপে সত্য যে ব্যক্তি খোদার রসুলগণকে সনাক্ত করে নাই সে খোদাকে সনাক্ত করে নাই। খোদার চেহারার দর্পণ হইল তাঁহার রসূল। যাহারা খোদাকে দেখিয়াছে তাহারা এই দর্পণের মাধ্যমেই দেখিয়াছে। অতএব ইহা কোন ধরণের নাজাত যে, এক ব্যক্তি পৃথিবীতে সারা জীবন আঁ হযরত (সা.)-এর মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ও অস্বীকারকারী রহিল, কুরআন শরীফকে অস্বীকার করিল, খোদা তা'লা তাহাকে না চক্ষু দান করিলেন, না তাহাকে হৃদয় দিলেন, সে অন্ধই থাকিল, অন্ধ থাকা অবস্থায় মরিয়া গেল, আর এতদ্‌সত্বেও নাজাত পাইয়া গেল। ইহা অদ্ভুত নাজাত। আমরা দেখি যে, খোদা তা'লা যে ব্যক্তির উপর দয়া করিতে চাহেন প্রথমে তাহাকে চক্ষু দান করেন এবং নিজের তরফ হইতে তাহাকে জ্ঞান দান করেন। আমার সেলসেলায় শত শত ব্যক্তি এইরূপ আছেন, যাহারা কেবল স্বপ্ন বা ইলহামের মাধ্যমে আমার জামাতে প্রবেশ করিয়াছে। খোদা তা'লার সত্তা ব্যাপক দয়াময়। যদি কেহ তাহার দিকে এক পা অগ্রসর হয় তবে তিনি তাহার দিকে দুই পা অগ্রসর হন। যে-ব্যক্তি তাঁহার দিকে দ্রুত চলে, তিনি তাহার দিকে দৌড়াইয়া আসেন এবং অন্ধের চক্ষু খুলিয়া যায়। তাহা হইলে কীভাবে এই কথা গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, এক ব্যক্তি তাহার উপর ঈমান আনিল, খাঁটি অন্তঃকরণে তাঁহাকে এক ও অদ্বিতীয় বলিয়া বিশ্বাস করিল, তাঁহাকে ভালবাসিল, এবং তাঁহার বন্ধুগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল, তদ্‌সত্বেও খোদা তাহাকে অন্ধ রাখিলেন এবং সে এইরূপ অন্ধ রহিল যে, খোদার নবীকে সনাক্ত করিতে পারিল না। ইহার সমর্থনে এই হাদীস আছে যে,

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهٖ فَقَدْ مَاتَ مِيْتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ অর্থাৎ যে-ব্যক্তি নিজের যুগের ইমামকে চিনিত পারিল না, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করিল এবং 'সিরাতে মুস্তাকীম' (সরল-সুদৃঢ় পথ) হইতে বঞ্চিত রহিল।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪৯-১৫১)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

প্রসঙ্গ হজ্ব

মাহমুদ আহমদ সুমন

হজ্ব একটি মহান আধ্যাত্মিক বিধান এবং ইসলামী ইবাদতগুলোর মধ্যে হজ্বের গুরুত্ব অপরিসীম যা বলার অপেক্ষা রাখে না। মহান আল্লাহ তা'লার পবিত্র ঘর বায়তুল্লাহ্ বা খানা কাবা এবং বিশ্ব নবী ও শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মহম্মদ (সা.)-এর পবিত্র রওজা মুবারক জিয়ারতের সাধ প্রতিটি মুসলমানেরই হৃদয়ে জাগে। হজ্ব শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো ইচ্ছা করা বা কোন কিছুর সংকল্প করা। ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও ভালোবাসার উদ্দেশ্যে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী জিলহাজ্ব মাসের ৮ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ে পবিত্র কাবা এবং কয়েক বিশেষ স্থানে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের (সা.) নির্দেশ অনুযায়ী যিয়ারত, তাওয়াফ, অবস্থান করা এবং নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানাদি পালন করা।

পবিত্র কুরআনে এই ইবাদত সম্পর্কে বলা হয়েছে- " আর আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এ ঘরের হজ্ব করা সেসব লোকের জন্য বিধিবদ্ধ করা হল যারা সে পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থ্য রাখে। কিন্তু যে এটা অস্বীকার করে সে জেনে রাখুক আল্লাহ্র জগতসমূহের মোটেও মুখাপেক্ষী নন' (আলে ইমরান: ৯৭) এই ইবাদত গরিব মুসলমানের জন্য ফরয নয় এবং যার প্রাণের নিরাপত্তা নেই তার ক্ষেত্রেও হজ্ব ফরয নয়। শুধু দৈহিক, মানসিক ও আর্থিকভাবে সামর্থবান মুসলমানদের জন্যই এই ইবাদতকে ফরজ করা হয়েছে।

হজ্বের গুরুত্ব সম্পর্কে হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্বব্রত পালন করে আর কোন ধরণের অশালীন কথাবার্তা ও পাপ কাজে লিপ্ত না থাকে সে যেন নবজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ অবস্থায় হজ্ব থেকে ফিরে এল' (বুখারী ও মুসলিম) । এই হাদিসের উপর ভিত্তি করে অনেকেই অর্থের জোরে প্রতিবছর হজ্ব সম্পাদন করেন আর প্রতি বছরের গুনাহ-খাতা মাফ করিয়ে আনেন। হজ্ব পালন করলেই নিষ্পাপ হয়ে যাব, এমন এক অদ্ভুত মানসিকতাও আমাদের সমাজের অনেকের মাঝে বিরাজ করে। মহান আল্লাহ পাক যাদেরকে হজ্ব করার সামর্থ দান করেছেন তাদের উচিত কেবল আল্লাহ্কে লাভ করাই যেন উদ্দেশ্য হয় আর পূর্বের সব দোষ-ক্রটির ক্ষমা চেয়ে মুমিন-মুত্তাকী হয়ে বাকী জীবন অতিবাহিত করে। আর যদি এমনটি হয় যে, হজ্ব থেকে ফিরে এসে পূর্বের মতই জীবন পরিচালিত করতে থাকে তাহলে তার হজ্ব করা আল্লাহ্র দরবারে কোন মূল্য রাখে না। অনেকে এমন আছেন যারা একাধিক বার হজ্ব করেন আর কয়েক বার হজ্ব করা সত্বেও তাদের মধ্যে তেমন কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। নিজের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন যদি না আসে তাহলে এ হজ্ব বৃথা। আমার পাশের বাড়ির মানুষ না খেয়ে রাত্রি যাপন করবে আর আমি হজ্ব করতে যাব এ ধরণের হজ্বকারীর হজ্ব কোন মূল্য রাখে না। এছাড়া যারা একবার হজ্ব করেছেন তারা ইচ্ছে করলে অন্য কাউকে হজ্ব করার সুযোগ করে দিতেন পারেন যার ফলে দুজনেই পুণ্য লাভ করতে পারেন।

ইতিমধ্যেই আমাদের দেশে হজ্বে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে, যারা হজ্বে যাওয়া সংকল্প করছেন তাদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য কয়েক জন হাজীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে নিম্নে উপস্থাপন করছি। আশা করি হজ্বযাত্রীরা উপকৃত হবেন।

হজ্বে যাওয়ার সময় অবশ্যই ভাল জামা-কাপড় নিবেন। জুতা, স্যান্ডেল, টুপি, হাতব্যাগ, বেল্ট, ব্রাশ ইত্যাদি জিনিসি নিতে ভুলবেন না। ছুঁচ-সুতো, সেফটি পিন, রেজার, কাঁচি, ব্লেড, ঘড়ি, কলম কাগজ, নোটবুক, মোবাইল, চার্জার, নেইল কাটার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস হ্যান্ডব্যাগে অবশ্যই রাখবেন। মনে রাখবেন বোঝা যত ছোট রাখা যায় ততই ভালো। তবে হাজীদের প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিস মক্কা ও মদিনা শরীফে পাওয়া যাবে তবে দাম একটু বেশি হবে।

যাওয়ার আগে সঙ্গী নির্বাচন করাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিদেশে অসুস্থ হয়ে পড়লে অথবা কোন অসুবিধা হলে সঙ্গের লোকেরা সহযোগীতা করে থাকেন। এমনিতেও কমপক্ষে তিনজনের একটি ঘনিষ্ঠ দল থাকা ভাল। ভিড়ে হারিয়ে গেলে অথবা পথ হারিয়ে ফেললে বা ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লে তিনজনের পারস্পকির সহযোগিতায় অনেক কাজ সহজ হয়ে যায়। অবশ্যই একজনকে আমীরে কাফেলা নির্বাবচন করা জরুরী। তার আদেশ-নিষেধকে মেনে চলার চেষ্টা করবেন।

এছাড়া বিভিন্ন তথ্যাদি সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। পাসপোর্ট বা হজ্ব পাসের ফটোকপি এবং প্রয়োজনীয় দেশী-বিদেশী টেলিফোন নম্বর দুটি পৃথক স্থানে রাখা উচিত। যারা চমমা ব্যবহার করেন তারা দু'জোড়া চশমা সাথে রাখুন। জরুরী ওষুধ যেমন হার্টের রোগ, ডায়াবেটিস, প্রেসার ইত্যাদির ওষুধ দু'টি ভিন্ন জায়গায় রাখা দরকার, আর অবশ্যই হাতের কাছে রাখবেন যাতে সহজেই পাওয়া যায়।

যারা পবিত্র হজ্বব্রত পালন করতে যাচ্ছেন তারা অবশ্যই পানি বেশি পান করবেন তবে মনে রাখবেন খাবার বেশি খাবেন না যতটুকু খেলে চলে ততটুকুই খাবেন। আপনি যদি হজ্বের দিনগুলিতে খুব বেশি খাবার খান তাহলে আপনার ইবাদতে কষ্ট হবে। রোদের জন্য ছাতা ব্যবহার করতে পারেন। তাই ছোট একটি ছাতা সাথে নিয়ে গেলেই ভাল হয়। যদি কোন কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে ভয় না পেয়ে হাজীদের জন্য নির্দিষ্ট মেডিক্যাল ক্যাম্পে যাবেন। তারা আপনার ভাল চিকিৎসা করবেন।

মহিলা হাজীদেরও হজ্বব্রত পালন করতে সেরকম কোন সমস্যা হয় না। তবে যে সব মহিলারা হজ্বে যাচ্ছেন তারা একটি বিষয় অবশ্যই মাথায় রাখবেন তাহলো আপনার ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে কোথাও একা যাবেন না। এতে হয়তো আপনি রাস্তা ভুলে গিয়ে ক্যাম্পে ফেরত আসাটা আপনার জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। তাই কোথাও যেতে হলে যার সাথে হজ্বে যাচ্ছেন তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন।

সঠিকভাবে হজ্বের নিয়ম-কানুন পালন করে হজ্ব সম্পন্ন করার জন্য শক্তিরও প্রয়োজন রয়েছে। দেখা যায় হজ্বের সব কিছু সম্পূর্ণভাবে করতে বৃদ্ধদের জন্য অনেক কষ্টকর হয়। এছাড়া আফ্রিকান হাজিরা যখন দল বেঁধে শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করতে যায় বা হাঁটাচলা করে তখন নাকি তারা পাশে কে আছে লক্ষ্যই করে না যার ফলে অনেক সময় বৃদ্ধ হাজিরা মাটিতে পড়ে যান এবং অনেক সময় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যায়। ইতিমধ্যেই যারা হজ্ব করেছেন তাদের অনেকেরই মতামত ৫০ বছরেরর মধ্যেই হজ্ব সম্পন্ন করা উচিত। আমরা দেখি যে, আমাদের দেশে অধিকাংশ হাজীরা শেষ বয়সে হজ্ব করতে যান এটা কিন্তু তাদের জন্য কষ্ট কর। শোনা যায় যে, পৃথিবীর অন্যন্য দেশের লোকের যৌবনে হজ্ব করাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। মাহন আল্লাহ্ তা'লা সকলকে সঠিক নিয়তে সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে হজ্ব পালন করার তৌফিক দান করুন। আমীন॥

মালি হিসেবে খিদমতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার সৌন্দর্যায়ন বিভাবে মালি নিয়োগ করছে। যে সমস্ত ব্যক্তি সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ায় মালি হিসেবে (চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী) খিদমত করতে ইচ্ছুক তারা নিম্নোক্ত শর্তাবলী অনুযায়ী আবেদন পত্র জমা দিতে পারেন।

১) প্রত্যাশীর জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন শর্ত নেই।

২) প্রত্যাশীর বয়স ২৫ বছরের নীচে হওয়া আবশ্যক। জন্ম শংসাপত্র দিতে হবে।

৩) সেই সমস্ত প্রত্যাশীই খিদমতের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে যারা কর্মী নিয়োগ বোর্ডের ইন্টারভিউ-এ উত্তীর্ণ হবে।

৪) সেই সমস্ত প্রত্যাশীই খিদমতের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে যারা নুর হাসপাতাল কাদিয়ানে মেডিক্যাল বোর্ডের রিপোর্ট অনুযায়ী উপযুক্ত বলে গণ্য হবে।

৫) প্রত্যাশী কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজেই বহন করবে।

৬) যদি কোন প্রত্যাশী জামাতের কোন কাজে নিযুক্ত হওয়ার জন্য নির্বাচিত হন তবে সেক্ষেত্রে তাকে কাদিয়ানে বাসস্থানের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

নির্দিষ্ট আবেদন পত্র নাযারাত দিওয়ান সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার কাছ থেকে চেয়ে পাঠান। এই ঘোষণার দই মাসের মধ্যে যে সমস্ত আবেদন পত্র জমা পড়বে সেগুলিকেই গ্রাহ্য করা হবে।

(নাযির দিওয়ান, সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান)

বিস্তারিত জানতে এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

মোবাইল: ০৯৮১৫৪৩৩৭৬০

টেলিফোন: ০১৮৭২-৫০১১৩০

E-Mail: nazaratdiwanqdn@gmail.com

জুমআর খুতবা

ওয়াকফে জিন্দেগীদের জন্য যাদের ওপর জামাতের সেবার দায়িত্ব রয়েছে, যাদের মধ্যে প্রথম সারিতে আসবেন মুবাল্লিগ-মুরুব্বীরা। আপনারা স্বাস্থ্যের সুরক্ষা এবং কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য ব্যায়াম বা রীতিমত ভ্রমণের অভ্যাস করুন।

দ্বিতীয়ত পাশ্চাত্যে অস্বাস্থ্যকর খাবারের ছড়াছড়ি। তারা নিজেরা এটিকে জাঙ্ক ফুড নাম দিয়ে থাকে। এই খাবার এড়িয়ে চলা উচিত।

যাহোক আমাদের সাস্থ্যবান ওয়াকেফে জিন্দেগী এবং মুরুব্বী চাই। তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের এই কথার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত যে, তারা যেন নিজেদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে উদাসীন না হয়, যেন নিজেদের দায়িত্ব তারা সুচারুরূপে পালন করতে পারে।

তাই ধর্মের খিদমতের জন্য অনেক সময় আওয়াজ উঁচুও করতে হয়।। যাদের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে এই দৃষ্টিকোণ থেকেও তাদের এইদিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

প্রকৃত অর্থে তারাই পুণ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগামি আর খোদার নির্দেশের অধীনস্ত হয়ে থাকে যারা মায়ের মতো সবসময় সচেতন থাকে যে, তাদের নামাযে বা দোয়ায় ঘাটতি তাদের কোন দুর্বলতা এবং পাপের ফলাফল তো নয়? আর এর ফলে কোথাও তারা এমন কোন আধ্যাত্মিক দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত না হয়ে পড়ি এবং যে রোগ অনেকটা ছড়িয়ে পড়েছে।

সুতরাং এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, আমাদের প্রতি অনুগ্রহকারীদের জন্য এবং তাদের সন্তান-সন্ততির জন্য বিশেষভাবে দোয়া করা উচিত। আনন্দ এবং দুঃখের মুহূর্তে তাদের স্মরণ বা অনুভব করা উচিত আর মোটের ওপর জামাতের সদস্যদের জন্যও আমাদের সুখ-দুঃখের বহিঃপ্রকাশ ঘটা উচিত কেননা জামাত এক ও অভিন্ন সত্তার নাম। আর এটি আমরা তখনই অনুভব করবো যখন জামাতের প্রতিটি সদস্যের দুঃখ এবং বেদনাকে আমরাও অনুভব করব। এটিই এই জামাতকে একতার সূত্রে গেঁথে দেওয়ার কারণ হবে।

অনেক সময় অনেকেই বলে যে, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলে কি লাভ? (তাদের উদ্দেশ্যে বলছি) লাভ আছে, কেননা সেইসব পত্রিকার বণ্টনের মাধ্যমে জামাত মানুষের মধ্যে পরিচিতি লাভ করে। পক্ষান্তরে আপনারা দুই মাসে অনেক পরিশ্রম করে যতটা বই-পুস্তক বিতরণ করেন, অনেক সময় একটি পত্রিকার মাধ্যমে একদিনেই তার চেয়ে বেশি মানুষের কাছে সেই সংবাদ পৌঁছে যায়। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আজকাল পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জামাত পরিচিত হচ্ছে। অনেক জায়গায় তা হচ্ছে।

মাননীয় ডক্টর ইদ্রিস বাঙ্গুর সাহেবের মৃত্যু যিনি সেরালিওনের নায়েব আমির এবং মাননীয়া মনসুরা বেগম সাহেবার মৃত্যু যিনি অস্ট্রেলিয়ার নায়েব আমীর মাননীয় খালিদ সাইফুল্লাহ খান সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। মরহূমীনদের সৎগুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত ২২ শে জুলাই , ২০১৬, এর জুমুআর খুতবা (২২ওফা,১৩৯৫ হিজরী শামসী)

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)- এর পরিশ্রম করার অভ্যাস, সুস্বাস্থ্য এবং দেহের স্ফূর্তি বজায় রাখতে তাঁর দৈনন্দিন দিনচর্চা কিরূপ ছিল তার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তিনি মোটেই অলস ছিলেন না বরং কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। নির্জনতাপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও কায়িক শ্রম করতে তিনি কখনও দ্বিধাবোধ করতেন না। অনেক সময় এমন হয়েছে যে, সফরে যেতে হলে সফরের নিমিত্তে নির্ধারিত ঘোড়া ভৃত্যের সাথে আগেই পাঠিয়ে দিতেন আর পায়ে হেঁটে প্রায় বিশ/পঁচিশ মাইল দুরত্ব অতিক্রম করে গন্তব্যে পৌঁছতেন। বরং প্রায়শ তিনি পায়ে হেঁটেই সফর করতেন। বাহনে কমই বসতেন। পায়ে হাঁটার এই অভ্যাস তাঁর শেষ জীবনেও ছিল। বয়স ৭০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও, যখন তিনি বেশ কিছু রোগে আক্রান্ত ছিলেন, প্রায় সময় দৈনন্দিন বায়ু সেবনের জন্য যখন বাইরে যেতেন তখন প্রতিদিন চার/পাঁচ মাইল পর্যন্ত ঘুরে আসতেন, এমনকি অনেক সময় সাত মাইলও পায়ে হাঁটতেন। আর প্রৌঢ়ত্বের পূর্বের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন যে, অনেক সময় ফজরের নামাযের পূর্বেই ভ্রমণের জন্য বেরিয়ে যেতেন, আর ওয়াডালা পর্যন্ত পৌঁছানোর পর (যা কিনা বাটালা-কাদিয়ান সড়ক পথে কাদিয়ান থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত একটি গ্রাম) ফজরের নামাযের সময় হতো।

(রিভিউ অব রিলিজিয়নস উর্দু, নভেম্বর ১৯১৬)

অতএব এটি আমাদের জন্য ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত, বিশেষ করে ওয়াকফে জিন্দেগীদের জন্য যাদের ওপর জামাতের সেবার দায়িত্ব রয়েছে, যাদের মধ্যে প্রথম সারিতে আসবেন মুবাল্লিগ-মুরুব্বীরা। আপনারা স্বাস্থ্যের সুরক্ষা এবং কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য ব্যায়াম বা রীতিমত ভ্রমণের অভ্যাস করুন। সময়ের স্বল্পতার কারণে বা অন্য কোন কারণে যদি ভ্রমণ করতে না পারেন তাহলে কিছুটা হলেও ব্যয়ামের জন্য সময় বের করা উচিত। কিছু তরুন মুরুব্বী আছেন যাদের দেহ দেখে বোঝা যায় যে, তারা ব্যায়াম করে না। জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলে যে, ব্যয়াম করতাম, কিছুকাল থেকে ব্যায়াম ছেড়ে দিয়েছি। আমাদের মুবাল্লিগ বা মুরুব্বীদের ওপর যতবড় দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে তা সূচারুরূপে পালন করতে দেহ সুস্থ-সবল ও স্ফূর্তিবান রাখতে হবে এবং তাদেরকে রীতিমত ব্যায়ামের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। আমাদের বহির্বিশ্বের জামেয়ার মুরুব্বী/মুবাল্লিগরা পড়ালেখা শেষ করে প্রশিক্ষণের জন্য রাবওয়ায়ও গিয়ে থাকেন, আর সেখানে তাদের মেডিক্যাল চেকআপও হয়ে থাকে। ডাক্তার নূরী সাহেব যিনি সেখানে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, তিনি লিখেছেন যে, মাশাআল্লাহ্ সকল অর্থে এরা অনেক ভালো মুরুব্বী কিন্তু তাদের অনেকেই এমন ছিলেন যাদের ওজন বিপদজনক সীমা পর্যন্ত বেশি। তাই এদিকে তাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত। কর্মক্ষেত্রে গিয়ে তো মানুষ এই দৃষ্টিকোণ থেকে আরো বেশি অমনোযোগী হয়ে পড়ে।

প্রধানত আমাদের মুরুব্বীদের এবং ওয়াকেফে জিন্দেগীদের কোন না কোন প্রকার ব্যায়াম অবশ্যই করা উচিত। দ্বিতীয়ত পাশ্চাত্যে অস্বাস্থ্যকর খাবারের ছড়াছড়ি। তারা নিজেরা এটিকে জাঙ্ক ফুড নাম দিয়ে থাকে। এই খাবার এড়িয়ে চলা উচিত। সুতরাং আশা করি আপনারা এই বিষয়েও যত্নবান হবেন। যদি একা থাকেন তাহলেও এতটা সময় তো পাওয়া যায়ই যে, যেখানে মিশন হাউস রয়েছে, পরিবার সাথে না থাকলেও কিছুটা খাবার রান্না করে খেতে পারেন এতটুকু জ্ঞান তো রাখা উচিত। যাহোক এদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আমি শুধু আপনাদেরই উপদেশ দিচ্ছি না বরং আমি নিজেও আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সাইকেল এক্সারসাইজ মেশিন এবং অন্যান্য মেশিনে ব্যায়াম করে থাকি। এখন পর্যন্ত তো আল্লাহ্ তা'লা এর তৌফিক দিচ্ছেন। যাহোক আমাদের সাস্থ্যবান ওয়াকেফে জিন্দেগী এবং মুরুব্বী চাই। তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের এই কথার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত যে, তারা যেন নিজেদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে উদাসীন না হয়, যেন নিজেদের দায়িত্ব তারা সুচারুরূপে পালন করতে পারে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। আজকাল লাউডস্পিকার ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা আমাদের আওয়াজ সর্বত্র পৌঁছিয়ে থাকি, আর এ কারণে আমাদের অনেকেই উচ্চ স্বরে কথা বলার অভ্যাস রাখে না বা পারলেও সামান্য। বিশেষ করে মুরুব্বী/মুবাল্লিগ যারা বক্তৃতা করে আর যখন কর্মক্ষেত্রে যায় বা তবলীগ করতে হয় তাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, তাদের উচ্চ স্বরে কথা বলার অভ্যাস করা উচিত। অনেক সময় মাইক থাকে না, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এমনটি হয়। অতীতে আওয়াজ পৌঁছানোর কোন মাধ্যম ছিল না। গণ জমায়েতে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছানোর জন্য অনেক চেষ্টা করতে হতো। খুব কঠিন কাজ ছিল। মানুষ উচ্চ স্বরে কথা বলার অভ্যাসও রপ্ত করতো। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সাধারণত খুব ক্ষীন কণ্ঠে মানুষের উদ্দেশ্যে কথা বলতেন। কিন্তু প্রয়োজনে পৃথিবীকে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করতে হলে তখন তার অবস্থা কেমন হতো তার চিত্র হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে অঙ্কন করেছেন। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন লাহোরে বক্তৃতার জন্য দন্ডায়মান হন তখন লাহোরের সবচেয়ে বৃহৎ হলে তাঁর বক্তৃতা হওয়ার কথা ছিল। সেখানে জনসমুদ্র ছিল আর মানুষের এত ভিড় ছিল যে, দরজা খুলে দেওয়া হয় বরং বাহিরে তাবু লাগানো হয়, কিন্তু তবুও শ্রোতা কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। বক্তৃতার প্রথম দিকে রীতি অনুযায়ী তাঁর আওয়াজ কিছুটা ক্ষীণ ছিল, কোন কোন মানুষ তখন হৈচৈও করে, কিন্তু পরে যখন তিনি কথা বলছিলেন তখন এমন মনে হচ্ছিল যেন আকাশ থেকে সিঙ্গা বাজানো হচ্ছে। আর মানুষ হতভম্ব ও নির্বাক হয়ে বসেছিল। তিনি বলেন উচ্চ কণ্ঠ ধর্মীয় সেবার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার একটি।”

(আল-ফযল, ২রা মার্চ, ১৯৬০)

তাই ধর্মের খিদমতের জন্য অনেক সময় আওয়াজ উঁচুও করতে হয়। যাদের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে এই দৃষ্টিকোণ থেকেও তাদের এইদিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

অনেক সময় কিছু মানুষ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করে যে, আমাদের পুণ্যের অবস্থা সবসময় এক রকম থাকে না।তাদের জন্য এটি বড়ই চিন্তার কারণ হয়ে উঠে। এটি এ দৃষ্টিকোণ থেকে ভালো কথা যে, মানুষ আত্মবিশ্লেষণ করে। এভাবে আত্মবিশ্লেষণ করা একটি ভালো কথা যে, আমার মাঝে পুণ্যের ঘাটতির যে অবস্থা রয়েছে বা পুণ্যকর্ম ও ইবাদতে পূর্বে যে আগ্রহ ছিল সে ক্ষেত্রে ঘাটতি হলে আত্মজিজ্ঞাসা করা যে, এমনটি কেন হলো আর এই চিন্তা থাকা যে, এই অবস্থা যেন দীর্ঘস্থায়ী না হয় আর তার চিকিৎসার কথা চিন্তা করা উচিত। এমনটি করা আসলে ভালো কথা। এটি ভালো মনোভাব। কিন্তু অনেক সময় এটিও হয় যে, নেকীর ক্ষেত্রে হ্রাস-বৃদ্ধির ঘটনা ক্রমাগতভাবে ঘটতে থাকে। একবার মহানবী (সা.)-এর কাছে একজন সাহাবী আসেন। তিনি বলেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি মুনাফিক হয়ে গেছি। আপনার অধিবেশনে বা বৈঠকে যখন বসি তখন আমার অবস্থা ভিন্ন হয় আর আপনার বৈঠক থেকে যখন চলে যাই বা প্রস্থান করি তখন আমার অবস্থা ভিন্ন হয়। অর্থাৎ আপনার সাহচর্যে আমার পুণ্য এবং হৃদয়ের পবিত্রতা যা হয় তা পরে আর থাকে না। মহানবী (সা.) বলেন, এটিই তো মু'মিন হওয়ার লক্ষণ, তুমি মুনাফিক নও।

(সুনান তিরমিযি)

রসূলে করীম (সা.)-এর সংসর্গের যে পবিত্র প্রভাব ছিল এবং তাঁর যে পবিত্রকরণের আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল তা নিশ্চয় প্রভাব ফেলত। তাঁর (সা.) কাছে যারা বসতো তারা পবিত্র হৃদয় নিয়ে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যেই বসতো। আর খোদার সাথে সম্পর্কের মান উন্নয়নের জন্য বসতো। এরপর বাইরে গিয়ে এতে কিছুটা ঘাটতিও সৃষ্টি হতো। যাহোক সেই সাহাবীর হৃদয়ে খোদাভীতি, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা ছিল। তাই তার চিন্তা হয় যে, পুণ্যে ঘাটতির এই অবস্থা কোথাও দীর্ঘ না হয়ে যায়, আর কোথাও তা আমাকে ধর্ম থেকে দূরে না ঠেলে দেয়, কোথাও আমার মধ্যে কপটতা বা মুনাফিকাত না দানা বাঁধে। এটি ছিল সাহাবীদের চিন্তা। এই চেতনাবোধ যদি সৃষ্টি হয় তাহলে মানুষ দোয়া এবং ইস্তেগফারের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার উন্নতির প্রতি মনোযোগ দিবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন যে, কোন কোন শিশুর স্বাস্থ্য সচরাচর মায়েদের সংশয় ও শঙ্কার কারণে ভালো থাকে। বাচ্চার সামান্য কষ্ট হলেই মা সেটিকে চরম কষ্ট জ্ঞান করে আর চিন্তা করে যে, আল্লাহ্ই জানে কি হয়েছে। আর পুরো যত্নসহকারে তার চিকিৎসা করায়। আর রোগ জটিল রূপ ধারণ করা থেকে বাচ্চা রেহাই পায়। কিন্তু কোন কোন মা এমন হয়ে থাকে যে, বাচ্চা যে অসুস্থ্য এই ধারণাই তাদের এত দেরীতে হয় যখন রোগ জটিল রূপ ধারণ করে আর চিকিৎসা করা কঠিন হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, তো মায়ের সংশয় ও শঙ্কাও বাচ্চার স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে নিজের বিষয়ে এমন সন্দেহ যে, পুণ্য করার ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে না তো কিম্বা আমি খোদা তা'লা থেকে দূরে সরে যাচ্ছি না তো, এমন সন্দেহ উপকারীই হয়ে থাকে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, এভাবে মানুষ বিপদের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় আর নিজেকে সেই আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়।”

(আল-ফযল, ৭ আগস্ট ১৯৪৯)

অতএব প্রকৃত অর্থে তারাই পুণ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগামি আর খোদার নির্দেশের অধীনস্ত হয়ে থাকে যারা মায়ের মতো সবসময় সচেতন থাকে যে, তাদের নামাযে বা দোয়ায় ঘাটতি তাদের কোন দুর্বলতা এবং পাপের ফলাফল তো নয়? আর এর ফলে কোথাও তারা এমন কোন আধ্যাত্মিক দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত না হয়ে পড়ি এবং যে রোগ অনেকটা ছড়িয়ে পড়েছে। তো মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা তো এমন সৌভাগ্যবান মানুষ ছিলেন যারা নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করে উদ্বিগ্ন হলে তারা মহানবী (সা.)-এর সাহচর্যে গিয়ে ঠাঁই নিতেন। আর রসূলে করীম (সা.)-এর পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তির মাধ্যমে নিজেদের চিকিৎসা করাতেন। কিন্তু আমাদেরও এই চিন্তায় মগ্ন হয়ে নিজেদের ইবাদত, দোয়া এবং ইস্তেগফারের

বিভিন্ন মাধ্যমগুলোকে স্থায়ীভাবে অবলম্বন করে থাকা উচিত আর এভাবে সবসময় চিকিৎসা করে যাওয়া উচিত। আমাদেরও যদি সন্দেহ হয় তাহলে সেই সন্দেহ ঔদাসিন্যের চেয়ে উত্তম কেননা অনেক সময় ঔদাসিন্য মানুষকে খোদা তা'লা থেকে দূরে ঠেলে দেয়। আর এর ফলশ্রুতিতে আমরা ধীরে ধীরে ধর্ম থেকেও দূরে চলে যাই এবং দুরারোগ্য আধ্যাত্মিক রোগে আক্রান্ত হয়ে যাই। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে গভীর মনোযোগের প্রয়োজন রয়েছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একবার এই বিষয়টির ওপর আলোকপাত করছিলেন যে, আনন্দ ও বেদনা অনুভূতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন কোন ঘরে যদি বিয়ের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তাহলে সেই বিয়ের আনন্দ উল্লাসের জন্য ঋণ করতে হলেও মানুষ ঋণ করে আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করে। আর তার আত্মীয় স্বজনরাও সেই আনন্দের শরিক হয়ে যায়। কিন্তু যাদের সেই আনন্দের সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না তাদের জন্য সেই ব্যক্তির আনন্দিত হওয়া বা সেই পরিবারের মানুষের আনন্দিত হওয়া বা নিকট আত্মীয়ের আনন্দ উল্লাস করা আর এর জন্য কষ্ট করা বা ঋণ নেওয়া- এসব কোন অর্থই রাখে না। তাদের এর সাথে কিইবা সম্পর্ক যে, কে আনন্দ উল্লাস করলো বা করলো না অথবা ঋণ নিয়ে আনন্দ উল্লাস করলো কি করলো না। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি তার পরিবারের ভরণপোষণকারী হয়ে থাকে আর সে যদি মারা যায় তাহলে তার ঘরে এক প্রকার শোকের ছায়া নেমে আসে । কিন্তু যাদের তার সাথে কোন সম্পর্ক নেই তাদের জন্য তার মৃত্যু হওয়া কোন অর্থ রাখে না। হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন মারা যায়, অনেক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে এবং মৃত্যুর সংবাদ আসে কিন্তু যাদেরকে আমরা জানি না তাদের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও সেই মৃত্যুকে মানুষ অনুভব করে না। কিন্তু কারো কোন নিকটাত্মীয়ের যদি ইন্তেকাল হয় তাহলে মানুষ তা গভীরভাবে অনুভব করে। আবার কিছু মানুষ এমনও হয়ে থাকে যারা অন্যদের জন্য গভীর কষ্টের কারণ হয়ে থাকে। নিষ্ঠুর ডাকাত বা সন্ত্রাসী হয়ে থাকে যাদের মৃত্যুতে এক শ্রেণীর মানুষের বেদনার পরিবর্তে আনন্দই হয়ে থাকে। কিন্তু তাদের নিকটাত্মীয়েরা শোকাহতও হয়ে থাকে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এটি আবেগ এবং অনুভূতির এক অদ্ভুত জগৎ, এটি নিয়ে ভাবলে অদ্ভুত মানসিক অবস্থা সৃষ্টি হয়। একটি বিষয় এক জনের জন্য আনন্দের মুহূর্ত এবং প্রশান্তির ক্ষণ হয়ে থাকে আর অন্যের জন্য তা হয়ে থাকে শোক এবং দুঃখের কারণ। অনেকে এমনও হয়ে থাকে যাদের সুখের সাথেও সম্পর্ক থাকে না আর দুঃখের সাথেও নয়। তিনি বলেন, এই বিষয়টি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে একটি মাত্র বাক্যের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) রীতিমত পত্রিকা পড়তেন। (আমাদের সেসব লোকদের জন্য যাদের ওপর ধর্মীয় দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে, এর মধ্যে তাদের জন্য শিক্ষনীয় দিক হলো তাদের রীতিমতো পত্রিকা পড়া উচিত আর টুকড়ো সংবাদগুলির দিকেও দৃষ্টিপাত করা উচিত। যাহোক তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) রীতিমত পত্রিকা পড়তেন।) ১৯০৭ সনের কথা, একদিন পত্রিকা পড়তে পড়তে তিনি হঠাৎ আমাকে মাহমুদ বলে ডাক দেন। এই আওয়াজ এমন ছিল যেভাবে তাৎক্ষনিক কোন কাজ করার জন্য কেউ কাউকে ডাকে (অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-কে ডাকেন আর তাঁর আওয়াজ এমন ছিল যেন তাৎক্ষনিকভাবে করার মতো কোন কাজের জন্য ডাকছেন।) তিনি বলেন, "আমার উপস্থিত হওয়ার পর তিনি আমাকে একটি সংবাদ শুনান, এক ব্যক্তির কথা বলেন যার নাম এখন আমার মনে নেই। তিনি (আ.) বলেন যে, সে মারা গেছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এটি শুনে আমার হাসি চলে আসে। আমি বললাম যে, এতে আমার কি। হুযূর (আ.) বলেন, তার ঘরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে আর তুমি বলছো আমার কি! হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, এর কারণ কি? এর কারণ হলো যার সাথে সম্পর্ক থাকে না তার দুঃখেরও কোন প্রভাব মানুষের ওপর পড়ে না। অনুরূপভাবে যদি আনন্দের কোন বিষয় হয়ে থাকে তারও কোন প্রভাব পড়ে না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই কথা তখন বর্ণনা করেন যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর পুত্র মিঞাঁ আব্দুস সালাম সাহেবের নিকাহ্ হয়েছিল। নিকাহ্র সময় তিনি এই কথা বলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজের আবেগ এবং অনুভূতি এভাবে প্রকাশ করেন যে, আজকে যদি খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) জীবিত থাকতেন তাহলে তিনি কতইনা আনন্দিত হতেন আর দোয়া করতেন। আর এর কল্যাণে অন্যদেরও দোয়ার প্রতি কতইনা প্রেরণা সৃষ্টি হতো। তিনি বলেন যে, এই উপলক্ষ্য এবং এই চিন্তা আমাদের হৃদয়ে এক বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করে। যদি কোন প্রিয়জনের কোন আনন্দঘন মুহূর্ত হয়ে থাকে তাহলে তা আমাদের হৃদয়ে এক বিশেষ ভাবাবেগ সৃষ্টি করে। তিনি বলেন কিভাবে আমাদের সেই প্রিয়জন তার স্বজনদের জন্য দোয়া করতেন, সে কথা চিন্তা করে আমার সারা দেহে আনন্দানুভূতির একটি তরঙ্গ খেলে যায়।

(আল-ফযল, ২রা নভেম্বর, ১৯২২)

সুতরাং এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, আমাদের প্রতি অনুগ্রহকারীদের জন্য এবং তাদের সন্তান-সন্ততির জন্য বিশেষভাবে দোয়া করা উচিত। আনন্দ এবং দুঃখের মুহূর্তে তাদের স্মরণ বা অনুভব করা উচিত আর মোটের ওপর জামাতের সদস্যদের জন্যও আমাদের সুখ-দুঃখের বহিঃপ্রকাশ ঘটা উচিত কেননা জামাত এক ও অভিন্ন সত্তার নাম। আর এটি আমরা তখনই অনুভব করবো যখন জামাতের প্রতিটি সদস্যের দুঃখ এবং বেদনাকে আমরাও অনুভব করব। এটিই এই জামাতকে একতার সূত্রে গেঁথে দেওয়ার কারণ হবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর আনুগত্যের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) সম্পর্কে আমার মনে পড়ে যে, পটিয়ালা নিবাসী আব্দুল হাকীম মুর্তাদ যখন আহমদী ছিল তখন তিনি (আ.) তাকে অনেক ভালোবাসতেন, আর তারও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাথে সুগভীর সম্পর্ক ছিল। সে যখন মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরোধিতা আরম্ভ করে তখনও সে একথাই লিখেছে যে, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতে মৌলভী নূরুদ্দীন ছাড়া আর কেউ নেই যে সাহাবীদের আদর্শ হতে পারে, এই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে জামাতে আহমদীয়ার জন্য গর্বের কারণ। মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলে ন যে, পটিয়ালা নিবাসী আব্দুল হাকীম একটি তফসীরও লিখেছিল যাতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে জিজ্ঞেস করে অনেক কিছু সে লিপিবদ্ধ করেছিল। আব্দুল হাকীম যখন মুর্তাদ হওয়ার ঘোষণা দেয় তখন আমি দেখেছি যে, খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) উৎকন্ঠার সাথে তাৎক্ষনিকভাবে তার শিষ্যদের ডেকে পাঠান এবং বলেন যে, যাও যত দ্রুত সম্ভব আমার পাঠাগার থেকে আব্দুল হাকীমের তফসীরটা বের করে দাও। (তার লেখা তফসীর খলীফা আওয়াল-এর পাঠাগারে রাখা ছিল।) তিনি বলেন, তাৎক্ষণিকভাবে সেখান থেকে তা বের করে দাও, কোথাও এর কারণে খোদার ক্রোধানল আমার ওপর না বর্ষিত হয়। মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, অথচ তা কুরআনেরই তাফসীর ছিল আর এর বহু আয়াতের তফসীর সেই ব্যক্তি স্বয়ং তাঁর কাছে অর্থাৎ খলীফা আউয়াল (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেই লিখেছিল। কিন্তু তার ওপর যেহেতু খোদার ক্রোধ বর্ষিত হয়েছে এবং সে মুরতাদ হয়ে গেছে তাই তার লিখিত তাফসীরও তিনি তাঁর পাঠাগার থেকে বের করে দেন এবং নিজের ধারণায় তিনি এটি ভেবেছেন যে, এই বই অন্যান্য বই-এর সাথে একত্রে থেকে সেগুলিকেও কলুষিত করবে।"

(আল-ফযল, ২রা জুন, ১৯৪৪)

তো এই ছিল ধর্মীয় আত্মাভিমান যা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য অনুকরণীয়।

কিছু মানুষ আপত্তি করে যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ জামাতীভাবে কাউকে যদি শাস্তি দেওয়া হয় বা কারো বিরুদ্ধে যদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাহলে সে নিজের সম্পর্কে বলে যে, আমার বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা অন্যায়, অমুক ব্যক্তির বিরুদ্ধে তা নেওয়া হয়নি এবং তার পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে। এমন আপত্তি করা নতুন কিছু নয়। সকল যুগে এমন আপত্তি করা হয়, আজও মানুষ এমন করে আর পূর্বেও করত। এমন লোকদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন- "প্রকৃত পক্ষে ব্যবস্থাপ্রণালীর সংশোধনের জন্য চিন্তা-ধারার ঐক্যতানের একটা গন্ডি থেকে থাকে। একটি মতভেদ বড় রূপে প্রতীত হতে পারে কিন্তু তা যদি নৈরাজ্যের কারণ না হয় তাহলে সেই মতভেদ পোষণকারীকে কোন কোন সময় জামাতভুক্ত রাখা উচিত। কিন্তু অপর দিকে কোন ব্যক্তির মতভেদ ছোট হলেও তা যদি ফিতনার কারণ হয় তাহলে তাকে জামাত থেকে বহিষ্কার করা উচিত। তিনি বলেন, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে বলে যে, আমি মাত্র শিয়া ধর্ম বা শিয়া মতবাদ থেকে বেরিয়ে আহমদীয়াতে যোগ দিয়েছি আর হযরত আলী (রা.)-কে হযরত আবুবকর এবং হযরত উমর (রা.) থেকে বড় এবং শ্রেষ্ঠ মনে করি কেননা আমার ওপর শিয়া মতের প্রভাব বেশি। এই বিশ্বাস থাকা অবস্থায় আমি আপনার হাতে বয়আত করতে পারি কি না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে লিখেছেন যে, হ্যাঁ, আপনি

বয়আত করতে পারেন। কিন্তু পক্ষান্তরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার কয়েকজন ব্যক্তিকে শাস্তি স্বরূপ কাদিয়ান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন আর তাদের সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তিও প্রচার করেন। কারণ শুধু এটিই ছিল যে, তারা পাঁচ বেলার নামাযে উপস্থিত হতো না, আর কতক এমন ছিল যাদের বৈঠকে হুক্কা পান এবং আজে বাজে কথা বার্তার রীতি ছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এখন আমাকে বল যে, হযরত আলীকে হযরত আবু বকরের চেয়ে শ্রেয় মনে করা আর হুক্কা পান করার মধ্যে কোন্টি বেশি গুরুত্বের দাবি রাখে? নিঃসন্দেহে প্রত্যেক ব্যক্তি এই কথাই বলবে যে, হযরত আলীকে হযরত আবুবকরের চেয়ে বড় মনে করা বেশি জঘন্য বা বড় কথা আর হুক্কা পান করা সামন্য বিষয়, কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটা বড় মতভেদ পোষণ করা সত্ত্বেও এক ব্যক্তিকে তাঁর হাতে বয়আতের অনুমতি দেন আর হুক্কা পান এবং হাসি-ঠাট্টায় মগ্ন থাকার দোষে অন্যজনকে কাদিয়ান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন, অথচ স্বয়ং মসীহ্ মওউদ (আ.) এক নিমন্ত্রণের সময় নিজে এর ব্যবস্থা করেন। তুর্কী দূত হুসেন কামী যখন কাদিয়ান আসে এবং তার ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, আমি তখন ছোট ছিলাম কিন্তু আমার ভালভাবে স্মরণ আছে যে, এক বৈঠকে মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব মরহুম বর্ণনা করেন যে, এরা সিগারেট পানে অভ্যস্ত হয়ে থাকে, যদি এর ব্যবস্থা না করি তাহলে তাদের কষ্ট হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, কোন অসুবিধা নেই, কেননা এটি মদ ইত্যাদির মত নিষিদ্ধ বা হারাম বিষয় নয়। সুতরাং মদের মতো অবৈধতা যে সমস্ত জিনিসের নেই এমন জিনিস ব্যবহারের কারণে এক ব্যক্তিকে তিনি জামাত থেকে বহিস্কার করেন, কিন্তু যে ব্যক্তি বলেছিল আমি হযরত আবুবকর (রা.)-এর চেয়ে হযরত আলীকে শ্রেষ্ঠ মনে করি, যদিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিজের বিশ্বাস ছিল যে, হযরত আবুবকর (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাকে বয়আতের অনুমতি দেন। তিনি বলেন, সত্যিকার অর্থে কিছু বিষয় সাময়িক ফিতনা এবং অশান্তির দিক থেকে বড় বা জঘন্য হয়ে থাকে কিন্তু তা হয়ে থাকে তুচ্ছ বিষয়। আর কোন কোন বিষয় সাময়িক নৈরাজ্যের দিক থেকে সামান্য হয়ে থাকে অথচ প্রকৃত অর্থে তা বড় হয়ে থাকে।

তাই সাময়িক ফিতনা বা নৈরাজ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন কোন বড় বিষয়কে উপেক্ষা করা হয়, কিন্তু ছোট বিষয়ের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। কিন্তু আপত্তিকারীরা কখনও বিবেক খাটায় নি, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আপত্তি করা।

(আল-ফযল, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬১)

অনেকেই অন্যদের সম্পর্কে পক্ষে কথা বলে বসে। যারা শাস্তি পায় তাদের পক্ষ অবলম্বন করে। অথচ প্রকৃত বিষয় কি, আর কি কারণে এই ব্যক্তির শাস্তি হয়েছে সে সম্পর্কে তারা অজ্ঞ থাকে। তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিনা কারণে নাক গলানো উচিত নয় বা কারো সুপারিশ করা উচিত নয়। হ্যাঁ, ব্যবস্থাপনা যখন যুক্তিযুক্ত মনে করে তখন খবরাখবর নেওয়া হয়, এরপর ক্ষমাও হয়ে যায়। আমি যেভাবে বলেছি, এমন আপত্তিকারী আজও রয়েছে। কেউ অন্যায় কাজের পর শাস্তি পেলে তাদের সংশোধনের পরিবর্তে ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে অপলাপ করে থাকে। একই সাথে আবার এই দাবিও করে যে, আমরা যেমন আছি তেমনই থাকব। তা সত্ত্বেও ব্যবস্থাপনা যেন আমাদেরকে জামাতের অন্তর্ভুক্ত করে রাখে। আমরা নিজেদের সংশোধন করছি না।

এখানে আমি পুনরায় স্পষ্ট করতে চাই যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিঃসন্দেহে তুর্কীর দূত সাহেবের জন্য যা প্রয়োজন ছিল তার ব্যবস্থা করেছেন যা নিষিদ্ধ নয়, যেভাবে ঘটনায় বর্ণিত আছে। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বয়ং হুক্কা পান করা বা তামাক সেবনকে অপছন্দ করতেন এবং কোন কোন সময় এর প্রতি ঘৃণাও প্রকাশ করেছেন।

তবলীগের জন্য কি কি মাধ্যম ব্যবহার করা উচিত এবং কিভাবে করা উচিত এ সম্পর্কে একবার হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন- "এখন নাযারাত দাওয়াত ও তবলীগ প্যাম্পলেট, হ্যান্ডবিলস ও প্রচার-পুস্তিকা ইত্যাদির মাধ্যমে তবলীগ করে। (প্যাম্পলেট বা ব্রশিউর ইত্যাদি বিতরণ করা হয়।) কিন্তু প্যাম্পলেট এমন বিষয় যার বোঝা বেশিদিন সহ্য করা সম্ভব নয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে ইশতেহারের মাধ্যমে তবলীগ হতো। সেই সব ইশতেহারগুলি দুই-চার পৃষ্ঠা সম্বলিত হতো। এগুলি প্রচারের ফলে সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে যেত। এইগুলো ব্যপকহারে প্রচার করা হতো। সেই যুগের নিরিখে 'ব্যপকহারে'-র অর্থ হলো এক-দুই হাজার, অনেক সময় দশ হাজার সংখ্যাও বিজ্ঞাপন ছাপা হতো বা প্রচার করা হতো। তিনি বলেন, কিন্তু এখন আমাদের জামাত এখন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন ৫০ হাজার বা লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় ইশতেহার ছাপার পরিকল্পনা নিতে হবে। তারপর দেখ যে, কিভাবে এই ইশতেহারগুলি কিভাবে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে।"

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এখন কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন সংবাদ বেশ কয়েক লক্ষ মানুষের কাছেও পৌঁছে যায়, আর এর প্রভাব পার্শ্ববর্তী দেশেও পড়ে। আমেরিকা থেকে একটি সংবাদ এসেছে যে, সুইডেনের কোন নিউজ এজেন্সি বা টেলিভিশন চ্যানেল সেখানে আমাদের প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করে বলে যে, সুইডেনে এখন ইসলামের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। তাই আমরাও এ বিষয়ে আপনার সাক্ষাৎকার নিতে এসেছি এবং বিষয়টি সম্পর্কে জানতে এসেছি। এমনটি হওয়ার কারণ কি? আল্লাহ্ই জানে কেন? অতএব এভাবেও মনোযোগ আকর্ষণ হচ্ছে। আমার সফরের সময়ও সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছেছে। যাহোক ইশতেহার, সংবাদ মাধ্যমের সুবাদে ব্যাপক পরিসরে সংবাদ পৌঁছে যা সাধারণ বই-পুস্তকের মাধ্যমে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন- "প্রথম বছরে যদি বারো বার ইশতেহার প্রকাশ হয়ে থাকে, তাহলে এখন বছরে যদি তা তিনবার করে দেওয়া হয় আর পৃষ্ঠা সংখ্যা যদি ২/৩ ও করা হয় কিন্তু তা যদি এক বা দুই লক্ষ সংখ্যায় প্রচার করা হয় তাহলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তা কিভাবে সাড়া ফেলে ফেলেছে। "

(আল-ফযল, ১১ জানুয়ারী, ১৯৫২)

এখন আমরা দেখছি যে, লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় ছাপা হলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অনেক সময় অনেকেই বলে যে, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলে কি লাভ? (তাদের উদ্দেশ্যে বলছি) লাভ আছে, কেননা সেইসব পত্রিকার বণ্টনের মাধ্যমে জামাত মানুষের মধ্যে পরিচিতি লাভ করে। পক্ষান্তরে আপনারা দুই মাসে অনেক পরিশ্রম করে যতটা বই-পুস্তক বিতরণ করেন, অনেক সময় একটি পত্রিকার মাধ্যমে একদিনেই তার চেয়ে বেশি মানুষের কাছে সেই সংবাদ পৌঁছে যায়। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আজকাল পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জামাত পরিচিত হচ্ছে। আমি যেভাবে বলেছি, অনেক জায়গায় তা হচ্ছে।

জামাতের প্রেস এবং মিডিয়া বিভাগ আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এ ক্ষেত্রে বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে আর পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপক পরিসরে এটি হচ্ছে। সুতরাং তবলীগ বিভাগের কাজ হলো এই পরিচিতিকে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগানো, আর এই মাধ্যমটি প্রয়োগ করে ইসলামের প্রকৃত বাণীর প্রচার করতে থাকা। একবার পত্রিকায় ছেপে গেল, বাস্ যথেষ্ট, এটি যেন না হয়। তবলীগ বিভাগের কাজ হল এই মাধ্যমটিকে তবলীগের জন্য কাজে লাগানো। এই পরিচিতিকে তবলীগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত। আর এর জন্য নিত্য নতুন পন্থা সন্ধান করা উচিত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একবার শিশুদের তরবীয়তের উদ্দেশ্যে একটি প্রবন্ধ লেখেন, যাতে তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি কাহিনীর উল্লেখ করেন। তিনি লেখেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ১৮৯৮ সনের ৫ই সেপ্টেম্বর আসরের নামাযের পর আমার অনুরোধে আমাকে নিম্ন লিখিত কাহিনী শুনান যা থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'লার ওপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করার বৈশিষ্ট্য এবং সত্যিকার তাকওয়া মানুষের মধ্যে এই যোগ্যতা সৃষ্টি করে যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তার দায়িত্বভার নিয়ে নেন, আর এমনভাবে তার চাহিদা পূরণ করেন যে, মানুষ টেরও পর্যন্ত পায় না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এক পুণ্যবান ব্যক্তি সফরে যেতে যেতে একটি জঙ্গল অতিক্রম করছিলেন। যেখানে এক চোর থাকত যে সেই পথে যাতায়াতকারী প্রত্যেক মুসাফিরকে লুটপাট করত। অভ্যাস অনুসারে সে এই বুযুর্গের সাথেও একই ব্যবহার আরম্ভ করে। সেই পুণ্যবান ব্যক্তি তাকে বলে যে, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (সূরা আয্-যারিয়াত ৫১:২৩) (অর্থাৎ তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা আকাশ থেকে করা হয় আর তোমাদের এর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে যদি তোমরা পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক।) তিনি বলেন, "তোমার রিযক আকাশে বিদ্যমান। আল্লাহ্ তা'লার ওপর নির্ভর কর আর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং চুরি পরিত্যাগ কর। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তোমার চাহিদা পূরণ করবেন। সেই চোরের হৃদয়ে এই কথার প্রভাব পড়ল। তাই সে সেই পুণ্যবান ব্যক্তিকে ছেড়ে দিয়ে তার কথার ওপর

আমল করল। (কাহিনীর পরের অংশ হলো) এমনকি সে স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্লেটে করে উন্নত খাবার তার কাছে আসতে থাকে। (কোথায় আগে সে চুরি করত, আর এখন চুরি ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করার ফলে স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্লেটে তার কাছে উন্নত খাবার পৌঁছে যাচ্ছে।) কাহিনী অনুসারে খাবার খেয়ে সেই স্বর্ণ-রৌপ্যের প্লেট সে তার কুঁড়েঘরের বাইরে ফেলে দিত। দৈবক্রমে সেই পুণ্যবান ব্যক্তি সেই পথে যাচ্ছিলেন আর সেই চোর, যে এখন বড় পুণ্যবান এবং মুত্তাকী হয়ে গেছে, সেই বুযুর্গের কাছে পুরো অবস্থা বর্ণনা করে এবং বলে যে, আমাকে কুরআনের অন্য কোন আয়াত শুনান। সেই বুযুর্গ বলেন- فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ (সূরা আয্-যারিয়াত ৫১:২৪) অর্থাৎ আকাশ এবং পৃথিবীর প্রভুর কসম, নিশ্চয় এটি সত্য। এই পবিত্র বাক্য শুনে তার ওপর এত গভীর প্রভাব পড়ে যে, খোদার মাহাত্ম্য এবং প্রতাপ কল্পনা করে সে ছটফট করে উঠে এবং এই অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।"

আট-দশ বছরের একটি কিশোরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই কাহিনী শুনান। আর সেই কিশোর অর্থাৎ মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই প্রবন্ধে শিশুদেরই বলছেন যে, তাকওয়া অবলম্বন করলে মানুষ কত অসাধারণ সম্পদ অর্জন করে। সেই খোদা যিনি আকাশ এবং পৃথিবীতে বসবাসকারীদের লালন-পালন করেন, তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহ আছে কি? তিনি পবিত্র এবং সত্য খোদা, যিনি আমাদের সবাইকে লালন-পালন করেন। সুতরাং সেই খোদাকে ভয় কর, তাঁর ওপরই নির্ভর কর এবং পুণ্যের পথ অবলম্বন কর।"

(আল-হাকাম: ৬, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে এই ছিল শিশুদের অবস্থা। তাদেরকে এমন কথা শিখানো হতো যা আজকাল বড়দের জন্যও বোঝা কঠিন। তাই আমাদের প্রত্যেকের সব সময় স্মরণ রাখা উচিত যে, তারা যেন তাকওয়ার পথে বিচরণের চেষ্টা করে আর খোদার সত্তায় যেন পূর্ণ বিশ্বাস থাকে। এ বিষয়ের ওপর মানুষ যেন প্রতিষ্ঠিত থাকে যে, তিনিই আমাদের লালনকর্তা এবং তত্ত্বাবধায়ক। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনিই পবিত্র এবং সত্য খোদা, তাঁকেই আমাদের ভয় করা উচিত, তাঁর কাছেই সব সময় যাচনা করা উচিত, তাঁর সামনেই বিনত হওয়া উচিত এবং তাঁর ওপরই নির্ভর করা উচিত। আর এই পুণ্যের পথই একজন মুসলমানের অবলম্বন করা উচিত। এবং যার উপর ঈমান আনা কর্তব্য, যার ওপরই আমল করা উচিত।

তাই শিশুদের চেয়ে বড়দের জন্য এ কথার গুরুত্ব অধিক যখন কিনা আজকাল আমরা এই কথাগুলো ভুলতে বসেছি। অনেক সময় অনেকেই দূরে সরে যায়, আর আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করার পরিবর্তে মানুষের ওপর বেশি নির্ভর করে। তাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'লার সত্তাই হল প্রকৃত নির্ভরস্থল হওয়া উচিত।আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবার মাঝে সেই তাকওয়া সৃষ্টি করুন।

নামাযের পর আমি দুই ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথমটি আলহাজ্জ ডাক্তার ইদ্রিস বাঙ্গুরা সাহেবের যিনি সিয়েরালিওনের নায়েব আমীর ছিলেন। ২০১৬ সনের ১৩রা মে স্বল্পকাল অসুস্থ্য থেকে তিনি ইন্তেকাল করেন। إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ তিনি বো শহরে আহমদীয়া স্কুলে পড়ালেখার সময় আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। ১৯৬৩ সনে মজলিসে আমেলার সদস্য নির্বাচিত হন এবং মৃত্যু পর্যন্ত কোন না কোন পদে জামাতের সেবার সৌভাগ্য পেয়েছেন। দীর্ঘকাল সেখানে ডেপুটি আমীর-১ হিসেবে জামাতের সেবা করছিলেন। সফল মুবাল্লিগ ছিলেন, অনেকেই তার মাধ্যমে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছে। ঘর মসজিদ থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও ফযর, মাগরিব এবং এশার নামায মসজিদে এসে পড়তেন। ছুটির দিন সকাল থেকে আসর পর্যন্ত সময় মসজিদে কাটাতেন এবং কুরআন তিলাওয়াত, নফল ইত্যাদিতে সময় অতিবাহিত করতেন। রীতিমত নামাযে জুমুআ পড়তেন, এমটিএ-তে খলীফায়ে ওয়াক্তের খুতবা রীতিমত শুনতেন, প্রতিদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কোন বই পাঠ্য তালিকায় রাখতেন। সাহায্যের যোগ্য প্রত্যেক ব্যক্তির সাহায্য করতেন। পেশায় তিনি ডাক্তার ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও এক দিক থেকে জামাতের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। বো অঞ্চলের আঞ্চলিক মুবাল্লিগ আকিল আহমদ সাহেব লিখেছেন যে, কখনো জামাতের সদস্যরা সাহায্যের আবেদন নিয়ে আসলে যদি বাজেটে সংকুলান না হত তাহলে এমন লোকদের যারা মুবাল্লিগের কাছে আবেদন নিয়ে আসত, মুবাল্লিগ সাহেব তাদেরকে ডাক্তার সাহেবের কাছে নিয়ে যেতেন। কখনও এমন হয়নি যে, কেউ তার কাছে সাহায্যের জন্য এসেছে আর তাকে সাহায্য করা হয়নি। মরহুম অত্যন্ত স্নেহশীল এবং দয়ালু মানুষ ছিলেন। ওয়াকেফে জিন্দেগীদের বড় যত্নসহকারে চিকিৎসা করতেন। নিজের কাছে যে ঔষধ থাকত তা দিতেন এবং তাদেরকে দোয়ার অনুরোধ করতেন। গরীবদের বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা দিতেন, বরং তাদের আসা যাওয়ার ব্যায়ভারও নিজেই বহন করতেন। অনেক রোগীর হাড়ের অপারেশন তিনি বিনামূল্যে করেছেন। তাঁর শরীর অসুস্থ্য থাকা অবস্থায় কোন রোগী আসলে তাকে হাসপাতালে পাঠাতেন এবং তিনি নিজে তার চিকিৎসা খরচ দিতেন। তাঁর মাধ্যমে একজন মুখলেস আহমদী ডাক্তার আলহাজ্জ শেখু তামু সাহেব বয়আত করেন এবং জামাতকে একটি ভূমিখণ্ড তোহফা স্বরূপ দেন। ডাক্তার বাঙ্গুরা সাহেব যখন এই সংবাদ জানতে পারেন যে, ইনি পরে এসে কুরবানীতে এগিয়ে গেছেন তখন শহরের প্রাণ কেন্দ্রে জামাতকে মসজিদের জন্য একটি জায়গা দেন। অনুরূপভাবে মসজিদ নির্মাণের জন্য ৩৫ মিলিয়ন লিওনও জামাতকে দান করেন। মরহুম জামাতের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন, খলীফাদের জন্য গভীর আন্তরিকতার সাথে দোয়া করতেন। তিনি মুসী ছিলেন এছাড়া অন্যান্য আর্থিক তাহরীকেও অংশ নিতেন। এরা এমন মানুষ যারা সুদূর প্রান্তের কোন দেশে বসবাস করেন কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ঈমান আনার পর ক্রমাগতভাবে উন্নতি করেছেন। খোদা তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মে আহমদীয়াতকে প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং তারা যেন সব সময় জামাতের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে।

দ্বিতীয় জানাযা হলো মনসুরা বেগম সাহেবার যিনি অষ্ট্রেলিয়া জামাতের নায়েব আমীর খালেদ সাইফুল্লাহ্ খান সাহেবের স্ত্রী। তিনি গত ২১শে জুলাই ২০১৬ তারিখে অষ্ট্রেলিয়ায় ইন্তেকাল করেন। إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ তিনি নামাযী, দোয়াগো এবং তাহাজ্জুদ গুজার ছিলেন। আহমদীয়াতের জন্য গভীর আত্মাভিমানী ছিলেন। খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক রাখতেন। নেক এবং পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন। হাসপাতালেও নামাযের ব্যাপারে চিন্তিত থাকতেন। অসুস্থ্যতার কারণে নামাযের কথা ভুলে গেলে স্বামীকে বলতেন যে, আপনি আমার সাথে নামায পড়ার ব্যবস্থা করুন। তিনি অষ্ট্রেলিয়া এবং লিবিয়ায় সদর লাজনা ইমাইল্লাহ, অনুরূপভাবে পাকিস্তানের তারবেলা এবং লাহোরের সিভিল লাইন হালকায় খিদমত করার তৌফিক পেয়েছেন। টীম বানিয়ে কাজ করতেন, কুরআনের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল, রীতিমত তিলাওয়াত করতেন। নিজের সন্তান-সন্ততি ছাড়া অন্যদের সন্তান-সন্ততিদেরও কুরআন পড়ানোর তৌফিক পেয়েছেন। ওসীয়্যত করেছেন, চাঁদা প্রদানের বিষয়ে সচেতন ছিলেন। হিস্যায়ে জায়েদাদ এবং হিস্যায়ে আমদ, ২০১৬ পর্যন্ত আদায় করেন। শোক সন্তপ্ত পরিবারে স্বামী ছাড়া দুই ছেলে এবং তিন মেয়ে রেখে গেছেন যারা বিভিন্নভাবে ধর্মের সেবায় নিয়োজিত আছেন। তার এক পুত্র ওমর খালেদ সাহেব এখানে লন্ডনের একটি হালকায় বসবাস করেন। তিনি জামাতের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করছেন। তার আরেক পুত্র অস্ট্রেলিয়ায় ওয়াকফে জাদীদের ন্যাশনাল সেক্রেটারী। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, মাগফিরাত এবং করুনা করুন এবং তাঁর ভবিষ্যৎ প্রজন্মে সব সময় নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা বজায় রাখুন। (আমীন)

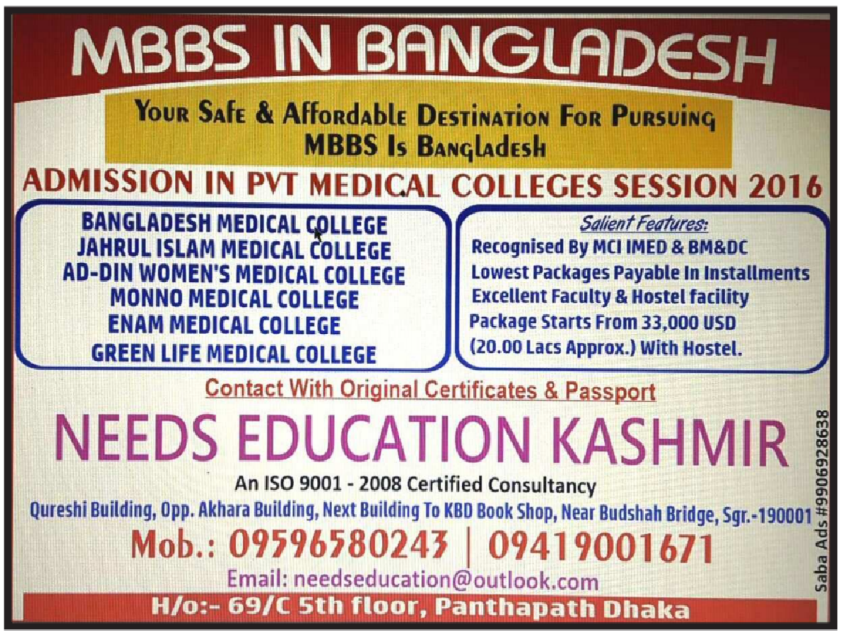

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9915865619
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001
সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian
Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516
Vol. 1 Thursday, 25th Aug, 2016 Issue No. 25

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417020616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

বর্তমানে পৃথিবীর শান্তি আমাদের সামনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়। সমগ্র মানবজাতিকে জাতি, ধর্ম ও বর্ণের উর্দ্ধে এসে শান্তি, সম্প্রীতি, সহনশীলতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ন্যায় মৌলিক মানবীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

যে দেশ অভিবাসীদের স্বীকার করেছে সেই দেশের সঙ্গে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখা এবং নিজের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে সে দেশের উন্নতি ও সফলতার জন্য সহায়তা করা প্রত্যেক মুসলমান অভিবাসীর কর্তব্য।

সুইডেনের রাজধানী স্টক হোমে ১৭ ই মে ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) -এর ভাষণ

হুযুর আনোয়ার (আই.) ভাষণের শুরুতে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পাঠ করেন এবং এর ইংরেজি অনুবাদ উপস্থাপন করেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সম্মানীয় অতিথিবর্গ! আপনাদের সকলের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও আশিস বর্ষিত হোক। এই শুভ মুহূর্তে সর্বপ্রথমে আমি আপনাদেরকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ স্বীকার করার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন বর্তমান সময়ে আমরা একটি সংকটপূর্ণ কালে মধ্যে যাচ্ছি। আমার মতে এই সময় পৃথিবীর শান্তি আমাদের সম্মুখে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়। এই সংকটপূর্ণ সময়ে আমরা কিভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করব? আমার মতে সমগ্র মানবজাতিকে জাতি, ধর্ম ও বর্ণের উর্দ্ধে এসে শান্তি, সম্প্রীতি, সহনশীলতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ন্যায় মৌলিক মানবীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কোন ব্যক্তির ধর্ম-বিশ্বাস, ধর্ম বা জাতিকে ভিত্তি করে তার সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করার কোন সুযোগ নেই। এই কারণে প্রশাসন এবং ধর্ম উভয়কে যাবতীয় প্রকারের বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হতে হবে। স্বেচ্ছায় যে কোন ধর্মমত অবলম্বন করার স্বাধীনতা যেন প্রত্যেকেরই থাকে। কেননা, তার ধর্ম-বিশ্বাস তার ব্যক্তিগত বিষয় যার সম্পর্ক কেবল তার মন ও মস্তিষ্কের সঙ্গে। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তির তার ধর্মীয় শিক্ষা মেনে চলার এবং তার উপর অনুশীলন করার স্বাধীনতা থাকা উচিত।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যেরূপ আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এটি সময়ে দাবি, আমাদের সকলকে সত্যতা এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার বাসনা পূর্ণ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল বর্তমানে বিশ্বের মুসলিম দেশগুলি অস্থিরতা এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা এই সকল দেশগুলির প্রশাসন এবং তাদের নেতৃত্ববর্গ নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষাকে ভ্রুক্ষেপ করে না। কিন্তু প্রাচ্যের অধিবাসীদেরও নিজেদেরকে এই বিপদ থেকে নিরাপদ মনে করে উচিত নয়। কেননা বর্তমান যুগে পৃথিবী সঙ্কুচিত হয়ে একটি বিশ্ব-গ্রামে পরিণত হয়েছে, এবং পৃথিবীর কোন একটি অংশের নৈরাজ্য ও অস্থিরতার প্রভাব কেবল সেই অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। আমরা লক্ষ্য করছি যে, মুসলিম বিশ্বে বিরজমান অস্থিরতা দিন-প্রতিদিন বহির্বিশ্বেও প্রভাব ফেলছে। বস্তুতঃ এর প্রত্যক্ষ প্রভাব আমরা এখানে সুইডেনেও লক্ষ্য করেছি।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এখন দীর্ঘ যাত্রা করা অনেক সহজ হয়েছে। বিগত বছরেই কোটি সংখ্যায় না হলেও লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষ যুদ্ধ-বিধ্বস্ত সিরিয়া ও ইরাক থেকে উন্নত ও নিরাপদ ভবিষ্যতের সন্ধানে এখানে প্রাচ্যের বিশ্বে পলায়ন করে এসেছে। সুইডিশ প্রশাসন এবং জনতা উদারতাবশতঃ এই দেশের জনসংখ্যার অনুপাতের দৃষ্টিতে নিজের অংশের থেকেও অনেক বেশি শরণার্থীদের স্বীকার করেছে। এত বিশাল সংখ্যায় শরণার্থীদের নিজেদের দেশের অন্তর্ভুক্ত করা আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত যথোচিত বলে প্রতীত হয় এবং প্রমাণ করে যে সুইডেন দয়ালু এবং উদার মানুষে পরিপূর্ণ একটি দেশ। আপনাদের এই উদারতা এখানে আগত শরণার্থী এবং অভিবাসীদের উপর একটি বিরাট দায়িত্ব ন্যস্ত করে, এবং তাদের নিকট দাবি করে যে, তারা যেন এখানে একজন শান্তিকামী নাগরিক হিসেবে বসবাস করে এবং এখানকার প্রশাসন এবং এখানকার অধিবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে থাকে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: বস্তুত ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মহম্মদ (সা.) আমাদেরকে এই শিক্ষাই প্রদান করেছেন যে, যে ব্যক্তি নিজের সঙ্গীর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারে না সে খোদা তা'লার প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়। অতএব এই দেশ যে তাদেরকে এখানে থাকার এবং এখান থেকে সুযোগ সুবিধা ভোগ করার অনুমতি দিয়ে তাদের উপর যে অনুগ্রহ করেছে সেটিকে সর্বদা স্মরণ রাখা এই সকল অভিবাসী এবং শরণার্থীদের একটি ধর্মীয় কর্তব্য। এই সব শরণার্থীরা শান্তির সন্ধানে নিজেদের পুরোনো জীবন ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিলেন এবং এখন যখন তারা শান্তি ও সুরক্ষা পেয়েছে, তখন এই দেশে শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস করা এবং এই দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা কি তাদের কর্তব্য নয়? সমস্ত শরণার্থীদের কর্তব্য হল সমাজের কল্যাণকর সত্তায় পরিণত হওয়া, এবং স্মরণ রাখবেন যে, ইসলামের নবী হযরত মহম্মদ (সা.) এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, মুসলমান হিসেবে নিজের দেশের সঙ্গে ভালবাসা ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ। অতএব যে দেশ অভিবাসীদের স্বীকার করেছে সেই দেশের সঙ্গে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখা এবং নিজের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে সে দেশের উন্নতি ও সফলতার জন্য সহায়তা করা প্রত্যেক অভিবাসীর কর্তব্য।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: প্রশাসনেরও এটি দায়িত্ব যে, তারা যেন কেবল এই অভিবাসীদের পুনর্বাসনের পিছনেই লেগে না থাকে যার ফলে তাদের নিজের দেশের নাগরিকদের অধিকার উপেক্ষিত হয়। পূর্ব থেকেই এমন খবর আসছে যে, স্থানীয় বাসিন্দারা মিডিয়ার কাছে অভিযোগ করেছে যে, অভিবাসীদেরকে তাদের উপর প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। একটি রিপোর্ট অনুযায়ী একজন স্থানীয় পৌঢ়ার উপযুক্ত চিকিৎসা করা হয় নি। হাসপাতালে অবস্থান কালে তাকে সঠিক ভাবে খেতেও দেওয়া হয় নি। অথচ অভিবাসীদের খুব ভালোভাবে যত্ন নেওয়া হচ্ছে। আল্লাহই উত্তম জানেন যে এই রিপোর্টটি কতদূর সঠিক। কিন্তু যদি এই রিপোর্টে কোন সত্যতা থেকে থাকে তবে বিষয়টি উদ্বেগজনক ও ভয়াবহ। যদি অভিবাসীদেরকে ভবিষ্যতেও এমন অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে তবে ভয়াবহ পরিণাম প্রকাশ পেতে পারে। এই ধরণের ন্যায় বহির্ভুত আচরণের কারণে স্থানীয় মানুষদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভ ও হতাশার সঞ্চার হবে যা খুব সহজেই অভিবাসীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষে রূপায়িত হতে পারে। সুইডিশ জাতির উদারতার সুখ্যাতি দীর্ঘকাল থেকেই। কিন্তু তাদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ তাদের আচরণে আকস্মিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে যার ফলে সমাজের শান্তি বিপর্যস্ত হতে পারে। তখন এই পরিবর্তন অভিবাসন এবং অখণ্ডতার ইতিবাচক প্রভাবের উপকারের পরিবর্তে ঘৃণা ও সংঘাত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ****

(ক্রমশঃ)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir